175

ভোরের কাগজ

তারিখ JAN 23 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

সিলেট এম সি কলেজের যতো সমস্যা

বৃহত্তর সিলেট জেলার এম সি কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ। এইতো পাঁচ বছর পূর্বে এ কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানা সমস্যায় জর্জরিত।

শিক্ষক স্বল্পতা একটি নৈত্যনৈমিত্তিক সমস্যা। এর আর কি বলবো? যেখানে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে সর্বাধিক ৫-৬ জন শিক্ষক সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে যেতে হচ্ছে। অনেক লেখালেখি ও আন্দোলন করেও এর কোনো সুরাহা মেলেনি। ছাত্রছাত্রীদের যেখানে বেড়ে উঠার প্রথম ধাপ, সেখানে বছরের ৭-৮ মাস পরীক্ষাও কলেজের বিভিন্ন কার্যক্রম থাকায় বন্ধ থাকে। বাধ্য হয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট শিক্ষকের দ্বারপ্রান্ত হতে হয়। এর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে ক্লাস রুমের স্বল্পতা। বলাবাহুল্য, প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। একটি ছাত্রীনিবাস অনেক আগে স্থাপিত হলেও, অজ্ঞাত কারণে তখনো চালু করা হয়নি। প্রসঙ্গত কলেজ ব্যাম্পাসে টেলিফোন ব্যবস্থার কোনো সুযোগ না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। প্রয়োজনীয় টেলিফোনের জন্য বাধ্য হয়ে পার্শ্ববর্তী স্থান টিলা গড়ে যেতে হয়। কলেজের প্রধান ফটকের পাশেই রয়েছে তামাবিল টু সিলেট বিশ্বরোড। যেখানে দিয়ে প্রতিনিয়ত অসংখ্য যানবাহন চলাচল করে। এছাড়া রাস্তা পারাপারে দুর্ঘটনা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রধান ফটকের সামনে কোনো স্পিড ব্রেকার না থাকায় যানবাহনগুলো দ্রুত গতিতে চলাচল করে। উপরোক্ত সমস্যার আলোকে ক্যাম্পাসে একটি কার্ডফোন বুথ স্থাপন করা অত্যাবশ্যক।

ইকবাল আহমদ
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
সিলেট।